‘তামাক খাইবা আবার দুধও খাইবা, দুইডা একসঙ্গে হইতে পারে না’

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, এমপি

সুইডেন প্রবাসী বিএনপি নেতা, হত্যা মামলায় ফাঁসির দন্ডপ্রাপ্ত আসামী মহিউদ্দিন জিন্টুর দন্ড মওকুফের বিরোধিতা করে আলোচনার টেবিলে ঝড় তুলেছেন সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত এমপি। ৫ম ও ৭ম সংশোধনী বিল বাতিলের দাবীও তার। সাপ্তাহিক ২০০০-এর মুখোমুখি খোলামেলা সাক্ষাৎকারে তুলে ধরলেন নানা চিত্র। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **খোন্দকার তাজউদ্দিন**

সাপ্তাহিক ২০০০ : সংবিধানের পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী বাতিল করার দাবির পেছনে কী যুক্তি রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত : পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী বাতিলের দাবি যৌক্তিক। এ দাবির পেছনে সরকারি দল আবশ্যকতা প্রমাণ করেছে। তারা বলেছে, সামরিক আদালতে রায়ের কোনো যৌক্তিকতা নেই। এটাই যদি সত্যি হয়, তবে সামরিক শাসনের বৈধতা দেয়ার জন্য সংবিধানে যে পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী আনা হয়েছিল তারও কোনো যৌক্তিকতা থাকে না। সামরিক শাসনকে জংলি শাসন, সামরিক কোর্টকে ক্যাঙ্গারু কোর্ট বলে আখ্যায়িত করলে সামরিক বাহিনী কোথায় যায়? মওদুদ আহমদ প্রধানমন্ত্রীর কক্ষ থেকে বের হয়ে এ মন্তব্য করেছে। এতে প্রমাণ হয় তার সঙ্গে আলোচনা করেই সে এ কথা বলেছে। অর্থাৎ বিএনপি পরিকল্পিতভাবে এটা করেছে। সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে এখন এন্টি সামরিক বাহিনী মন্তব্য করে ফায়দা লুটবে এটা হয় না। তামাক খাইবা আবার দুধও খাইবা, দুইডা একসঙ্গে হইতে পারে না।

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনারা সংসদ বর্জন করেছেন, গত বাজেট অধিবেশনে যাননি। এখন পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী বাতিল করলে কী সংসদে যাবেন?

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত : বিএনপি সেনাবাহিনীকে দাবার ঘুঁটির মতো ব্যবহার করেছে। সেনাবাহিনী দ্বারা বিএনপির সৃষ্টি হয়েছে। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বৈধতা এনেছে। বিএনপি সামরিক শাসনের সব সুবিধা ভোগ করেছে, অসুবিধায় গালাগাল করছে, ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে, হেয় করছে। এটি কেবল অনৈতিক নয়, সুবিধাবাদী চরিত্রের অভিপ্রকাশ নয়, এটি চরম দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতির অভিব্যক্তি। সামরিক বাহিনীর ষড়যন্ত্রে সংবিধান পদদলিত করার মধ্যে মওদুদ গং জড়িত ছিল। দেশের রাজনৈতিক হত্যা, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সঙ্গে তারা জড়িত ছিল, বর্তমানেও রয়েছে। অপরাজনীতি, সংবিধান কলুষিত করা, সংবিধানকে ইনডেমনিফাই করা, বিচার ক্ষেত্রে বিব্রতবোধের পরিবেশ সৃষ্টি করা এই মওদুদ গং-এর কাজ। মজার ব্যাপার হলো, এরাই দুটি সামরিক শাসনের বৈধতা দেয়ার জন্য পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী করে। সংবিধানের বৈধতাদানের কৃতিত্বও এই গং-এর। পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে সব ধরনের হত্যা, ফাঁসি বৈধ করা হয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে যাতে কেউ কোনো কথা বলতে না পারে তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন রাষ্ট্রপতি এ সময়ের একজন খুনিকে মাফ করেছেন। যেটা স্পর্শ করা যাবে না সেটা আবার মাফ করা হচ্ছে কীভাবে? এ ব্যাপারে জুডিশিয়াল কোনো কর্তৃত্ব যদি না থাকে তবে নির্বাহীর থাকবে না। একটা সেক্টরের পাওয়ারের থাকবে, অপর সেক্টরের থাকবে না এটা হতে পারে না। পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী বিল বাতিল করার প্রস্তাব দিলে, আমাদের সহযোগিতা চাইলে আমরা অবশ্যই সহযোগিতা করবো এবং সংসদে যাবো। আর আমরা জনগণের বাইরে নই।

২০০০ : মাফ করার ক্ষমতা দেশের রাষ্ট্রপতির রয়েছে।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত : যে পাওয়ারের কথা বলা হচ্ছে তা ছিল ক্রাউনের। ইংল্যান্ডের রানীর কাছেও এ ধরনের কোনো বিষয় এলে তিনি তা বিবেচনার জন্য কোর্টে পাঠান। কোর্ট রায় দেয়ার পর সেটা বাস্তবায়িত হয়। এ বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জার্মানির সংবিধানে রয়েছে। আমাদের সংবিধানে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে আইনের শাসনের প্রয়োগের কথা। এটাই হচ্ছে মূল ভিত্তি। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী সবাই আইনের শাসনের অধীনে। তাদের অধীনে আইনের শাসন নয়। রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ, আইনমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সার সংক্ষেপ সবগুলোই In accordance with low হতে হবে। সংবিধান তাদের যে ক্ষমতাই দিয়ে থাকুক সেটা arbittary excrcise of power বা

আমরা বলছি ঐকমত্যের রাজনীতির কথা। এ আলোচনা নিঃশর্ত হতে হবে। নীতিগতভাবে মানতে হবে। আলোচনা সংসদের ভেতরে বা বাইরে হতে পারে। জনগণের অধিকার আদায়ে দেশ ও জাতির স্বার্থে যা করা প্রয়োজন তা করতে জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রস্তুত আছেন

whimsical power হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, এক দেশে দুই আইন হতে পারে না। একই অপরাধে একই বিচারে একজনের ফাঁসি হবে, অপরজন বেকসুর খালাস পাবে তা হতে পারে না। এটা বৈষম্যমূলক আচরণ। রাষ্ট্রপতির এ ধরনের কোনো ক্ষমতা নেই।

২০০০ : আপনারা ১৯৯৬-২০০১ ক্ষমতায় ছিলেন। তখন পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী বিল বাতিল করতে পারতেন।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত : ১৯৯৬-২০০১ আমরা ক্ষমতায় ছিলাম। কিন্তু জাতীয় সংসদে আমাদের দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্য ছিল না। এখন বিএনপি উদ্যোগ নিলে আমরা সাহায্য করবো।

২০০০ : আপনারা ক্ষমতায় ছিলেন, তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন সংস্কার করতে পারতেন। এখন বিরোধী দলে এসে দাবি তুলছেন। এটা কি নিছক আন্দোলনের ইস্যু?

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত : তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেভাবে করা হয়েছিল তা বিবেচনায় নিতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলনের মুখে বিএনপি গভীর রাতে ষড়যন্ত্র করে একতরফাভাবে একটা সংশোধনী করে পার্লামেন্ট বাতিল করে পালিয়ে গিয়েছিল। এরপর যে কয়টি নির্বাচন হয়েছে তাতে প্রত্যেকবারের পরাজিত দল এর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে। তাই এখন সবাই মিলেমিশে এর সংস্কার করতে হবে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর যেভাবে বিরোধী দলের ওপর নির্যাতন করেছে, দলীয় লোক নিয়োগ দিয়েছে, প্রশাসনকে দলীয়করণ করেছে, তাতে সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই।

২০০০ : তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসেবে সর্বজনগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি নিরূপণ করবেন কীভাবে? এ ক্ষেত্রে মতবিরোধ নিরসন করবেন কীভাবে?

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত : সর্বজনগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি কোনো নতুন কথা নয়। এটা সংবিধানেও আছে। যদি কাউকে না পাওয়া যায় তাহলে সবাই মিলে যেভাবে '৯১-তে করেছিলাম, তখন যেভাবে খোলা মনে করেছিলাম, এবারও করা সম্ভব। বিষয়টি জনগণ চাচ্ছে, দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

২০০০ : জাতীয় পর্যায়ে উভয় নেত্রীর একই মঞ্চে বসে আলোচনা করার ক্ষেত্রে আপনারা কতোটুকু আন্তরিক? যেকোনো সমস্যার সমাধান তো আলোচনার টেবিলে বসে করা সম্ভব।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত : আমরা বলছি ঐকমত্যের রাজনীতির কথা। এ আলোচনা নিঃশর্ত হতে হবে। নীতিগতভাবে মানতে হবে। আলোচনা সংসদের ভেতরে বা বাইরে হতে পারে। জনগণের অধিকার আদায়ে দেশ ও জাতির স্বার্থে যা করা প্রয়োজন তা করতে জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রস্তুত আছেন।

২০০০ : আপনারা বিরোধী দল হিসেবে সংসদে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছেন না, তাই সরকারি দল তাদের খেয়ালখুশি মতো দেশ পরিচালনা করছে বলে অভিযোগ রয়েছে!

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত : স্বাধীনতার সপক্ষ আর বিপক্ষের শক্তির মধ্যে তো দ্বন্দ্ব থাকাটাই স্বাভাবিক। বিএনপি জামায়াতের পরামর্শে

দেশ চালাচ্ছে। সংসদ পরিচালনা করছে। ফলে সংসদে দেশের উন্নয়নে বাস্তবিক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না বলে মনে করি। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন জোট সরকার যেহেতু আমাদের কথা সংসদ শোনে না, এমনকি বিরোধী দলের নেত্রীর মাইক বন্ধ করে দেয়, সে অবস্থায় সংসদ বর্জন ছাড়া কোনো উপায় থাকে না।

২০০০ : হাইকোর্ট সম্প্রতি গ্রাম সরকার অবৈধ, সংবিধানের পরিপন্থী বলে অধ্যাদেশ জারি করেছে। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত : গ্রাম সরকার আইন ২০০৩-কে সংবিধান পরিপন্থী ও অবৈধ ঘোষণা করেছে হাইকোর্ট। এ বিষয়ে ক্ষমতাসীন সরকার সুপ্রিম কোর্টে আপিল করতে চেয়েছে। বিষয়টি এখনো বিচারাধীন রয়েছে। এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না।

২০০০ : বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিতর্কিত করে তোলার জন্য বিরোধীদলীয় নেত্রীর কর্মকান্ডকে দায়ী করা হচ্ছে। এ বিষয়ে আপনার চিন্তাধারা কী?

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত : দুই দিনের চাঁদ উঠলে ঘরে বসেই দেখা যায়। তার জন্য বাইরে যাওয়া লাগে না। সরকারি দলের অপকর্ম বিদেশীরা এমনিতেই জানে। তাদের কাছে ভাবমূর্তি বলে কিছু আছে নাকি যে তা বিদেশে নিয়ে প্রচার করতে হবে!

২০০০ : সরকার জাতীয় সংসদে গিয়ে সংস্কারের কথা বলতে বলেছে। তারা বলছে, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ নয়, নির্বাচন বর্জন করার ষড়যন্ত্র হিসেবে সংস্কারের কথা বলছে। এ ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত : এ ব্যাপারে আমি এবং আমার দলের ধারণা সুস্পষ্ট। আওয়ামী লীগ ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়, নির্বাচনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। আওয়ামী লীগকে ষড়যন্ত্র করেই নির্বাচন থেকে সরানো হয়েছে। বিএনপির এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

২০০০ : ইউএনডিপি প্রতিনিধি সম্প্রতি বাংলাদেশ সফরে এসে মন্তব্য করেছেন 'সংসদ সদস্যরা যদি সংসদে না আসে তা হলে ভাতা নেয়া উচিত নয়।' এ বিষয়ে সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত : সংসদ সদস্যরা সংসদে না আসলে ভাতা নেয়া উচিত নয়-সম্পর্কিত যে মন্তব্য করা হয়েছে তা আমাদের প্রেক্ষাপটের জন্য কতোটুকু প্রযোজ্য তা দেখতে হবে। এ বিষয়টি নির্ভর করে পলিটিক্যাল কমিটমেন্টের ওপর। সরকারি দলের অধিকাংশ সংসদ সদস্য সংসদে উপস্থিত থাকে না। কোরাম সঙ্কট দেখা যায় প্রায়ই। আমাদের দেশের রাজনীতিতে সংঘাত ও সংঘর্ষ বিদ্যমান। এ অবস্থা সম্পর্কে ওনার ধারণা কম রয়েছে। সমস্যা অনেক গভীরে। তাই হুট করে সমাধান সম্ভব নয়। সরকারি দলের বিতর্কিত আচরণের জন্য বিরোধী দল সংসদে যায় না। বিষয়টি আইন করে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে বলে মনে হয় না। এর জন্য দরকার সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ এবং আন্তরিকতা। ভাতা গ্রহণ বা বর্জনে কিছু আসে যায় না। ভাতা না দেয়ার বিধান করে সমস্যার সমাধান করা যাবে না।

এক দেশে দুই আইন হতে পারে না। একই অপরাধে একই বিচারে একজনের ফাঁসি হবে, অপরজন বেকসুর খালাস পাবে তা হতে পারে না। এটা বৈষম্যমূলক আচরণ। রাষ্ট্রপতির এ ধরনের কোনো ক্ষমতা নেই